# পাঠক ফোরাম

## বোমাতঙ্কের দেশ

তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে এ দেশের একটা পরিচিতি ছিল। বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে পরিচিতি আছে। পরিচিতি আছে ক্ষুধা-দারিদ্র্যের, ঝড়-বন্যা-জলোচ্ছ্বাসের দেশ হিসেবে। অচিরেই আমরা আরো একটি নতুন পরিচয় লাভ করবো। আর তা হলো বিশ্বের সবচেয়ে বোমাতঙ্কের দেশ হিসেবে।

**বোরহান উদ্দিন সোহেল**
**লক্ষ্মীনারায়ণপুর, নোয়াখালী**

## সোনার বাংলা এখন বোমার বাংলা

অনেক কবি, অনেক শিল্পী এই সোনার বাংলা নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন, অনেক গান গেয়েছেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে ৩৩ বছর। আজ একবিংশ শতাব্দীতে আমরা কি দেখছি? দেখছি মানুষ মানুষকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করেছে। আর যারা দেশের ক্ষমতায় থাকছে তারা তামাশা দেখছে। বিগত বিএনপি শাসনামলে বাংলাদেশে হত্যা, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, চাঁদাবাজিতে বাংলার জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে যায়। আর জনগণ এর জবাব দেয় ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে। ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। জনগণ ভেবেছিল এবার হয়তো সন্ত্রাস কম হবে। আওয়ামী লীগ সরকারও চেষ্টা করেছিলো সন্ত্রাস দমনে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিমের মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বড় বড় সন্ত্রাসীরা অস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলো। কিন্তু দলের ভিআইপি সন্ত্রাস তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। ফেনীর জয়নাল হাজারী এমপি, ঢাকার ডা. ইকবাল এমপি-এদের মতো ভিআইপি সন্ত্রাসীদের কারণে দেশ অশান্ত হয়ে যায়। আবার যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলা, ঢাকার রমনা বটমূলে বোমা হামলারও সুষ্ঠু বিচার বিগত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করেননি। না করে এই বোমা হামলাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। অপরদিকে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিরা জোট বেঁধে ধর্মের দোহাই দিয়ে সন্ত্রাস দমনের কথা বলে জনগণের ভোট আদায় করে। ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে জোট বিপুল ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে। যাদের নির্বাচনী ইশতেহারের এক নম্বরে ছিল সন্ত্রাস দমন। কিন্তু আমরা কি পেলাম? পেলাম সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, বোমাবাজি, দুর্নীতিপরায়ণ এক সরকার। আজ সারা বাংলাদেশ আছে বোমা আতঙ্কের মধ্যে। প্রতিদিন বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার নতুন নতুন হুমকি আসছে। মৌলবাদীরা জঙ্গি শাসন কায়েম করেছে। দেশের সংখ্যালঘুরা ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। প্রধান বিরোধী দলের জনসভায় বোমা হামলায় ২০ জন প্রাণ হারিয়েছে, আহত হয়েছে শত শত মানুষ। প্রশাসন কোনো আসামি গ্রেপ্তার করতে পারেনি। বর্তমানের রাজনীতিবিদরা বাংলাদেশকে আসলে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে? এ কোন সোনার বাংলা তারা জনগণকে উপহার দিচ্ছে? বাংলাকে আজ সোনার বাংলা না বলে বোমার বাংলা বলা যায়।

**এম জিয়াউর রহমান**
**বি. ভেকুটিয়া, যশোর**

## প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, দেশকে ভালোবাসুন

পৃথিবী যেখানে হতশ্রী আর বিপর্যস্ত, সেখানে ১০০% নিরাপত্তা তথা ভালো থাকার প্রতিশ্রুতি আপনার কাছে আশা করবো না। তবে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকারটুকু নিশ্চয় আপনি দেশের জনগণকে দেবেন। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করার পর থেকে একটি দিনের জন্যও মানুষ শান্তিতে থাকতে পারেনি। কাউকে সপরিবারে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, কাউকে ১২-১৪ টুকরো করা হয়েছে, আবার কাউকে বিবস্ত্র করে রাস্তায় গণধর্ষণ করে তার ছবি তুলে লিফলেট বানানো হয়েছে।

প্রিয় নেত্রী, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ তথা ১৫ আগস্টের কালো রাত দেখার ভাগ্য আমার হয়নি, এবার আপনারা ক্ষমতায় আসায় '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধও দেখলাম। ১৫ আগস্টের কালো রাতও দেখলাম। শুধু দেখা হয়নি রাজাকার, আলবদরের আত্মসমর্পণ তথা সাধারণ ক্ষমা। বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমা হয়তো ভুল ছিল। জানি না তার কন্যা শেখ হাসিনার সাধারণ ক্ষমা কি হয়।

সম্মানিত নেত্রী। আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলায় আপনি খুব উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং নিন্দা জানিয়েছেন। সহানুভূতি দেখিয়ে আইভি রহমানকে দেখতেও গেছেন। কিন্তু আপনি কি পারবেন তার সঠিক বিচার করতে? নাকি অতীতের সব ঘটনার মতো তদন্ত কমিটি তদন্তই করতে থাকবে? এতো বড় একটা হামলা হলো, পুলিশ ক্ষত-বিক্ষত জনতার সাহায্যে না এসে যারা সাহায্য করছে তাদেরকে পেটাচ্ছে। থানায় আওয়ামী লীগের কেস গ্রহণ করেনি। জানাজার জন্য লাশ হস্তান্তর করেনি। এমনকি এতো বড় একটা ঘটনায় সংসদে শোক প্রস্তাব পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। তার পরও কি জনগণ মনে করবেন যে, বিরোধী দলের সঙ্গে কথা বলার জন্য আপনারা আন্তরিক? পরিশেষে একজন প্রবাসী হিসেবে আমার অনুরোধ, দেশকে ভালোবাসুন।

**মামুন, রিয়াদ, K.S.A**

## ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের শিক্ষা

কখনো ভাবিনি লেখার জন্য কলম ধরব। কারণ কোনো বিষয় আমি সঠিকভাবে লিখতে পারি না, যতটুকু বলতে পারি। কিন্তু গত ৩০ আগস্ট দৈনিক প্রথম আলোয় 'সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে জঙ্গি তৎপরতা রুখে দাঁড়ান' শিরোনামে মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের একটি কলাম পড়লাম। যা পড়ে আমিও লিখতে বাধ্য হলাম। তবে শুরুতেই এটা স্বীকার করেছি যে, মাঝের সামান্য অংশ ছাড়া তার পুরো লেখাটি আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে হুমকির কথা লিখতে গিয়ে হঠাৎ ২১ আগস্টের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তার মতে, সরকার তার গদি নড়ার আগ পর্যন্ত বিরোধী দলকে বুঝতে পারেনি (অর্থাৎ ২১ আগস্টের আগে)। লেখাটা পড়ে আমার ৭ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত বোনকে প্রশ্ন করলাম, বল তো বিরোধী দল কাকে বলে? সে বলল, যারা হরতাল দিয়ে আমাদের লেখাপড়ার ক্ষতিসাধন করে। অবশ্য এর আগেই আমি তা শিরায় শিরায় অনুভব করেছি। কারণ গত ২৬ আগস্ট থেকে অনার্স প্রথম বর্ষের পরীক্ষা হওয়ার কথা। কিন্তু ২৪ ও ২৫ তারিখে হরতালের জন্য তা বাতিল হয়েছে। ৩০ আগস্টের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু ২৮ আগস্ট বিবিসির সংবাদ শুনতে গিয়ে শুনলাম ৩০ আগস্ট আবার হরতাল। এমনিতে আমরা সেশনজটে পড়ে আছি। তার ওপর ক্রমাগত হরতালের ফলে আরো দীর্ঘায়িত হচ্ছে সেশনজট। আমাদের মতো সাধারণ ছাত্রদের কথা কি মাননীয় নেত্রীদ্বয় একটু ভাববেন? উক্ত লেখায় লেখক বলেছেন, 'হিংসাত্মক পন্থায় যারা প্রতিবাদ করে তাদের চেয়ে বড় অপরাধী সরকার।' আমি তার

## বাংলাদেশ বোমার দেশ

সারা দেশ এখন প্রাকৃতিক বন্যার পাশাপাশি বোমা-বন্যায় আক্রান্ত। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ হতদরিদ্র, বন্যা, খরা, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, রাজনৈতিক সহিংসতা তথা প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক দেশ, তা উপরোক্ত পরিচয়গুলোর আড়ালে ঢাকা পড়ছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বোমা হামলা। গত ৬ বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোমা হামলায় নিহতের সংখ্যা ১৩৬ জন। তাই এখনই প্রতিরোধ করতে হবে এই বোমা হামলা। অপরাধীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে সব রাজনৈতিক দলকেই ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। পরস্পরের সহযোগিতা ছাড়া এ কাজে সাফল্য আসবে না। আর এ কাজে ব্যর্থ হওয়া যাবে না। তাহলে বাংলাদেশের ওপর আরেকটি কলঙ্কের কালিমা পড়বে। তাহলো, বাংলাদেশ বোমার দেশ হিসেবে বহির্বিশ্বে পরিচিতি লাভ করবে।

**মোঃ মহসীন হায়দার শ্রাবণ**
**ফতেপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম**

কথাটাকে সত্য বলেই জানলাম কিন্তু তিনি এটা বলবেন কি? ২১ আগস্টের পর আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের কর্মীরা যে শত শত গাড়ি এবং মানুষসহ ট্রেনে আগুন দিল, তাদের প্রশ্রয়দাতা কে বা কারা? এবং তার এই বিষয়টিতে আমি তার সঙ্গে একমত এবং সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যারা হুমকি দেয় তাদের শাস্তি দাবি করছি সরকারের কাছে।

**মোঃ সাজ্জাকুল হায়দার**
**সারিয়াকান্দি, বগুড়া**

## হৃদয়ে আজাদ স্যার

স্যার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বারান্দায় অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের মতো আমিও দাঁড়িয়ে থাকতাম, কখন তুমি বারান্দায় এসে দাঁড়াবে। আমার মনে জমে থাকা না জানা অনেক প্রশ্নের উত্তর তোমার কাছে সহজে পেয়ে যেতাম যে উত্তরগুলো তুমি না থাকলে অজানাই থেকে যেত। এখন অপেক্ষার প্রহর শেষ হয়েছে। সত্যি স্যার, তোমার ধারণাই ঠিক, 'একদিন সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে'। সব কিছু এখন নষ্টদের। একটা অস্থির সময়ে আমরা দাঁড়িয়ে। হুমায়ুন আজাদ, সাহিত্যে আজ শূন্যতা নেমে এসেছে। তোমার মতো সৃজনশীল কোনো কিছু সৃষ্টিতে বর্তমান লেখকগণ আর সময় দেন না বরং সৃষ্টির বিনাশে তারা সদা ব্যস্ত থাকেন। বর্তমানে বুদ্ধিজীবীরা খুলে বসেছেন বুদ্ধির ব্যবসা, কাদা

ছোঁড়াছুঁড়ি তাদের লেখার উৎস। মৌলবাদীরা ধর্মকে পুঁজি করে মানুষের রক্তে মানুষেরই মুক্তির পথ খুঁজছে। তোমার অকাট্য যুক্তিতে যখন তাদের বিশ্বাসে ফাটল ও স্বার্থে টান পড়েছে, তখন শরীরের জোরে, অস্ত্রের জোরে তারা থামিয়ে দিতে চাইলো তোমাকে। পাকিস্তানের দালাল, মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশের মা-বোনদের ইজ্জত নিয়ে খেলা করার নায়ক যখন ধর্মের কথা বলে, তোমাকে মুরতাদ ঘোষণা করে আর রাতের আঁধারে সন্ত্রাসী লেলিয়ে দিয়ে চাপাতির আঘাতে যখন বন্ধ করতে চায় তোমার সত্য, সুন্দর সৃজনশীল লেখাকে; তখন এ কথায় প্রমাণিত হয়- হুমায়ুন আজাদ, জয় তোমারই হয়েছে, সত্যের পথ তোমারই ছিলো। এই ধর্মব্যবসায়ীদের হয়তো জানা নেই ইসলাম কলমকে সমর্থন করে, অস্ত্র দিয়ে অন্যায় রক্তারক্তি নয়। বহুমাত্রিক লেখক ছিলে তুমি, সত্য বলতে কখনো পিছপা হওনি। মহান মুক্তিযুদ্ধ দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি, কিন্তু তোমার কারণে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে আমরা জানতে পেরেছি এবং চিনতে পেরেছি মাওলানা লেবাসধারী রাজাকারদের। মুখোশ উন্মোচন করায় তারাই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে তোমাকে খুন করলো। কিন্তু স্যার, সত্যি কি তোমার মৃত্যু হয়েছে? পৃথিবীতে নোংরা লোকদের মধ্যে তুমি অনুপস্থিত। কিন্তু আমাদের মতো হাজার হাজার ছাত্রের হৃদয়ে হুমায়ুন আজাদ বাস করছে।

**মু. কাইসার রহমানী**
**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

## ফতোয়াবাজ ও ড. আজাদ

সম্প্রতি মিউনিখ শহরে ড. হুমায়ুন আজাদের মৃত্যুর পর আমাদের দেশে কিছু উগ্রবাদী গোষ্ঠী তার দাফন-কাফন এবং জানাজা না পড়ার ব্যাপারে ফতোয়া দেয়। শুধু তাই নয়, তার মরদেহ আনতে যেন এয়ারপোর্টে না যাওয়া হয় সে জন্যও তার পরিবারকে হুমকি দেয়া হয়েছে বলে পত্রিকান্তরে জানা যায়। এটা আমাকে ভীষণ ব্যথিত করেছে। এ প্রসঙ্গে আমি আমাদের নবীজি (সঃ)-এর জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিলেন মদিনার সবচাইতে বড় মুনাফিক। তিনি তার জীবদ্দশায় বহুবার নবীজিকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। বিভিন্নভাবে নবীজিকে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি নবীজির প্রিয়তম পত্নী হজরত আয়েশা (রাঃ)-এর চরিত্রের ওপর মিথ্যে অপবাদ রটিয়েছিলেন। এই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যখন মারা গেলো, তখন আমাদের প্রিয় নবী নিজে জানাজা পড়িয়েছেন এবং তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি তার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাকে যখন জানিয়ে দিলেন যে, এই আব্দুল্লাহ উবাইয়ের জন্য ৭০ বারও যদি ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়, তাহলেও আল্লাহ পাক তা কবুল করবেন না। তখন নবীজি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ আপনি তো বলেননি যে ৭০ বারের বেশিও যদি আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, আপনি তো কবুল করবেন না। আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর ৭০ বারের বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করবো।' যদিও আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করেননি কিন্তু নবীজির এই ঘটনা থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম আমাদের নবীজি ছিলেন বিশ্বজনীন মহামমতা, প্রেমময়তা আর ক্ষমাশীলতার মূর্ত প্রতীক। আর তাই তো তিনি এই জঘন্য লোকটিকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন তার মৃত্যুর পর। হতে পরে ড. আজাদ ইসলাম সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তো আর তার সঙ্গে কোনো শত্রুতা বা বিদ্বেষ পোষণ করা যেতে পারে না। এমন শিক্ষা তো প্রিয় নবীজি আমাদের দিয়ে যাননি। তাহলে কেন তাকে দাফন-কাফন ও জানাজা পড়ার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়া হবে? যারা এ ফতোয়া দিয়েছে তারা কি আদৌ মুসলমান? এ প্রশ্ন আমাদের সবার।

**এস এম নওশের, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল**
**nowsheer@dhaka.net**

## দৃষ্টি আকর্ষণ

# নারায়ণভট্টতে বিদ্যুৎ চাই

বর্তমান জমানা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগ। বিদ্যুৎ তার মধ্যে এক আবিষ্কার। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের প্রায় সোয়াশ' বছর কেটে গেছে। অথচ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার নারায়ণভট্ট গ্রামে এখন পর্যন্ত বিদ্যুতের অভাবে আমরা প্রাক যুগে বসবাস করছি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার জন্য। কিছু দিন আগে আমাদের গ্রামেরই অর্ধেকের বেশি অংশে বিদ্যুৎ এসেছে। বাকি শুধু আমাদের ৪০-৫০টি ঘর। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দরবারে আমাদের এই কয়টি ঘরের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পাওয়ার আশায় ঘোরাঘুরি করেও কোনো লাভ হয়নি। ওনারা বলেন বাজেট নাই। অথচ সরকার সবার ঘরে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকার করেছে। এটা কেমন কথকতা তা আমাদের বোধগম্য নয়। একই গ্রামের অর্ধেকাংশে বিদ্যুৎ আছে এবং অর্ধেকাংশে নেই। তারা থাকবে অন্ধকারে, এটা কেমন বিচার? কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের প্রশ্ন।

**গ্রামবাসীর পক্ষে, মোঃ সিরাজুল ইসলাম ভুঁইয়া, আমিশাপাড়া, সোনাইমুড়ি থানা, নোয়াখালী**

# A দানবকে ছেড়ে B দানবের কাঁধে

শেখ হাসিনা সরকারের সময় শামীম ওসমান, জয়নাল হাজারী, তাহের, হাসানাত আবদুল্লাহ, মায়া ও নাসিমরা দানব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। দানবদের আতঙ্কের প্রভাব পড়েছিল টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত আর তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাতের জন্য বাংলার মানুষ ব্যালটকে বেছে নিল। যার প্রমাণ ২০০১ সালের নির্বাচন। নির্বাচিত করলো জোট সরকারকে। তার অর্থ এই নয় যে, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে জোট সরকারকে। আওয়ামী সরকারের কর্মকান্ডে অসন্তুষ্ট হয়ে নির্বাচিত করেছে জোট সরকারকে। কি পেলাম আমরা, যেই লাউ সেই কদু। খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক সন্ত্রাস আর দুর্নীতিতে আমরা হ্যাটট্রিক করলাম। বিএনপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে যেকোনো প্রকার অপরাধে অ্যাকশন-রিঅ্যাকশন কোনোটাই হয় না। থানার কর্মকর্তারা এমপি সাহেবদের পুতুল হিসেবে কাজ করে। স্বাস্থ্য সহকারী পদে দরখাস্ত করার সৌভাগ্য আমার হলো। লিখিত পরীক্ষা শেষে ভাইভাতে আমার ডাক এলো। বড় কর্মকর্তাদের দালালরা বাড়িতে আসতে লাগলো, ১ লাখ টাকা দিলে চাকরি কনফার্ম করে দেবে। অবাক হবার বিষয়, স্থানীয় মন্ত্রী-এমপি সাহেবরা সার্কিট হাউজে মিটিং করে কর্মকর্তাদের জানিয়ে দিয়েছে, ওনাদের লিস্ট অনুযায়ী চাকরি হতে হবে। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী স্থানীয় এমপির ভাগ্নি। ১৩ জুন ভাইভা, ৩০ জুন আমার চাকরির সরকারি বয়স শেষ। আপনারাই বলুন আমি কোথায় যাই। আবার সেই প্রবাসে। আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। জাতি আজ কোথায় যাবে! 'A' দানবকে ছেড়ে 'B' দানবের কাঁধে ভর করলাম। আমার প্রশ্ন , B দানবকে ছেড়ে জাতি আজ কার কাঁধে ভর করবে? প্রিয় প্রবাসী-স্বদেশী, আসুন না আমরা সবাই কলম ধরি, ঐক্যবদ্ধ হই। জাতিকে একটি সুস্থ, সুন্দর প্রেসক্রিপসন দেই। শেখ ট্রেড মার্ক জিয়া ট্রেড মার্ক বাদ দিয়ে আমরা বিকল্প একটি ট্রেড মার্ক গঠন করে ক্ষমতার ম্যান্ডেট দেই। বিকল্প ট্রেড মার্কই দিতে পারে সন্ত্রাস, দুর্নীতিমুক্ত দেশ।

**লিংকন সবুজ (মামুন), মালয়েশিয়া**